সংবাদ

তারিখ 24 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শরীয়তপুরে ভয়াবহ নদীভাঙন ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম

আতঙ্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী

কাজী মনিরুজ্জামান মনির, শরীয়তপুর

শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় পদ্মার ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এদিকে নদীর অব্যাহত ভাঙনে আলহাজ ইসমাইল মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের পাকা ভবনটি পদ্মা নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। বুধবার ভাঙনে ভবনটির দুটি কক্ষ নদীতে ধসে পরে। এর আগে একই উপজেলা দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নদীতে সম্পূর্ণভাবে বিলিন হয়ে যায়। এতে মারাত্মক হুমকিতে রয়েছে জেলার ৪টি প্রাথমিক ও ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন। ভাঙন আতংকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে গেছে। পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষা নিয়ে বিপাকে পড়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকরা।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বন্যার পর আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শরীয়তপুরে পদ্মা নদীতে ভাঙন শুরু হয়েছে। কয়েক দফায় ভাঙনে জেলার ৪টি উপজেলায় জান মালের পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রেও ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। আলহাজ ইসমাইল মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়টিতে টিনের ঘরে পাঠদান কার্যক্রম চালানো হতো। গত বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকৌশল বিভাগ ৬৫ লাখ টাকা ব্যয় করে চারতলা বিশিষ্ট একতলা ভবনটি নির্মাণ করে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে ভবনটিতে পাঠদান চালানো হয়। মাত্র ৭ মাসের মাথায় বিদ্যালয় ভবনটি নদীতে বিলিন হয়ে গেল। এর আগে একই উপজেলার সুরোৎখার কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কলমিরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়. সম্পূর্ণভাবে নদীতে বিলিন হয়ে গেছে। ভেঙে যাওয়া বিদ্যালয় দুটির পাঠদান কার্যক্রম নিয়ে বিপাকে পড়েছে শিক্ষকরা। সর্বনাশী পদ্মার ভাঙনে হুমকির মুখে রয়েছে নড়িয়া উপজেলার চরণড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভেদরগঞ্জ উপজেলার ১২৪ নম্বর চরভাগা হাওলাদার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোসাইরহাট উপজেলার ৮৮ নম্বর সৈয়লপাড়া নান্নু মুন্সি কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাজিরার বিলাশপুর ইউনিয়নের সমির আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আর নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর মহাবিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয়ে ভাঙন আতঙ্কে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে গেছে। বার্ষিক ও সমাপনি পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দুশ্চিন্তায়। ইসমাইল মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপক কুমার দত্ত বলেন, বিদ্যালয়ের বেশ কিছু জায়গাসহ ভবন নদীতে বিলীন হয়েছে। মঙ্গলবারও ভবনটিতে দাপ্তরিক কাজ করেছি। ভাঙনের ঝুঁকি থাকায় শিক্ষার্থীদের আগেই সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বিদ্যালয় থেকে একটু দূরে নড়িয়া উপজেলার ঈশ্বরকাঠি গ্রামে একটি ফসলি জমি ভাড়া নিয়েছি সেখানে অস্থায়ী ভাবে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু করা হবে। আলহাজ ইসমাইল মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী দেলোয়ার হোসেন ও রুবেল মিয়া জানায়, বিদ্যালয়ের জন্য আমাদের মন খারাপ। চোখের সামনে এভাবে ভবনটি আস্তে আস্তে নদীতে বিলীন হয়ে গেল ভাবতেই কষ্ট লাগছে। এখন কোথায় আমাদের পাঠদান চালানো হবে তাও বলতে পারছি না। নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী শিমু আক্তার ও দিলরুবা আক্তার জানায়, স্কুল অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হবে। সেখানে কবে ভবন উঠবে তাও জানিনা। কিভাবে আমরা পড়ালেখা করব? খোলা আকাশের নিচেও আমাদের ক্লাস করতে হতে পারে। শরীয়তপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নলিনী রঞ্জন রায় বলেন, ওই বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সে জন্য অস্থায়ীভাবে একটি জায়গা ভাড়া নেয়া হয়েছে। দ্রুত সেখানে স্থাপনা নির্মাণ করার হবে। এ জন্য রোববার বিদ্যালয়ে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে। শরীয়তপুরের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলেন নদীগতে বিলিন হওয়ায় শিক্ষার্থীদের অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন স্থানে পাঠদান কার্যক্রম চালনো হচ্ছে। ভাঙনের হুমকিতে থাকা বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করে দেখেছি। ওইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষক, অভিভাবক ও ম্যানেজিং কমিটির সহযোগিতায় অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য বলেছি। বিষয়গুলো লিখিতভাবে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে।